R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১লা ফাল্গুন বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উন্নয়নের পথে সাগরদীঘি ব্লক

বিশেষ সংবাদদাতা : রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও দলাদলি এড়িয়ে সাগরদীঘির এগারটি অঞ্চলে পঞ্চায়েত সদস্যরা গ্রামোন্নয়নে নেমেছেন। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রাস্তাঘাট নির্মাণ, কালভার্ট সংস্কার, পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পন্ন করছেন। প্রবল বর্ষণ ও আংশিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তরা সাধ্যমত সাহায্য পাচ্ছেন। মনিগ্রাম অঞ্চল অফিসে বসে ব্লকের পঞ্চায়েত অফিসার মঞ্জুর সেখের কাছে জানতে পারলাম এই গ্রামোন্নয়নের বার্তা। তিনি বললেন, গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের আড়াই লক্ষ টাকা ১১টি অঞ্চলে ভাগ করে দেওয়া হবে। এছাড়াও প্রত্যেকটি অঞ্চলকে গ্রামীণ প্রকল্প অনুসারে স্কীম জমা দিতে বলা হয়েছে। তাঁরা তের হাজার টাকা পর্যন্ত এ বাবদ খরচ করতে পারবেন। মনিগ্রামের অঞ্চল প্রধান অমিয়বাবু বললেন, কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচীতে ঈদগাহা—কোরাপাড়া মোড়, তাঁতিঘরা থেকে দিঘলীপুকুর ভায়া হাসপাতাল রাস্তা দুটি তৈরী হওয়ার কাজ শেষ হওয়ার মুখে। তাঁর অঞ্চলে ৩৭টি বাড়ীর ক্ষতি হয়েছে প্রবল বর্ষণে। তাঁদের আংশিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মনিগ্রামে পুকুর সংস্কার, টিউবওয়েল মেরামতি প্রভৃতির জন্য তের হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। খেরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তাটির ব্যাপক সংস্কারে আরও টাকার জন্য ব্লক অফিসকে জানানো হয়েছে। বালিয়ার প্রধান বিজলীভূষণ দাস বললেন, মনিগ্রাম থেকে বালিয়া রাস্তাটির ব্যাপক মেরামতি প্রয়োজন। ৫০/৬০ হাজার টাকা এর জন্য ব্যয় হবে। ব্লক অফিসে টাকা দিতে বলা হয়েছে। বালিয়া—

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভুয়া অভিজ্ঞতায় নিয়োগের অভিযোগ

জঙ্গিপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারী—বিজ্ঞাপনের শর্ত লঙ্ঘন করে ভুয়া অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন এক ব্যক্তিকে জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে করণিকের পদে নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ এসেছে। অভিযোগে প্রকাশ, মালডোবা স্কুলের করণিক অজিত চক্রবর্তী ১৬ বছরের অভিজ্ঞতার ভুয়া সার্টিফিকেট দাখিল করেছেন। ১৯৭০ সালে মালডোবা স্কুলে করণিকের পদ সৃষ্টি হয় এবং সেই বছরই তাঁকে ওই পদে নিয়োগ করা হয়। এ বছর জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে করণিকের পদটি শূন্য হলে ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা আছে এবং টাইপরাইটিং জানেন এরূপ প্রার্থী চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। লিখিত পরীক্ষাও একটি নেওয়া হয়, কিন্তু বিজ্ঞাপনের শর্ত লঙ্ঘন করে টাইপরাইটিং পরীক্ষা বাতিল করা হয়। এর পর ভুয়া অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ওই করণিককে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। বামফ্রন্টের স্থানীয় একদল নেতা এই বেআইনী নিয়োগের ব্যাপারে বিদ্যালয় প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান, এ সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে
২৮শে মাঘ, ১৩৮৫
শুভ উদ্বোধন হয়েছে
স্কুল-কলেজের যাবতীয় খাতা-কাগজ-কালি ও অন্যান্য
সামগ্রী সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
পণ্ডিত ষ্টেশনারস
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
পণ্ডিত ষ্টেশনারস আপনার সহযোগিতা
কামনা করে।

রোগীর টাকা ফেরত

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারী—আজ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের ডাঃ প্রফুল্ল বিশ্বাস একজন রোগিণীর কাছ থেকে চিকিৎসার জন্য নেওয়া ১৫০ টাকা ফেরত দিয়েছেন। এ খবর দিয়ে আর এস পি দলের প্রদীপ নন্দী জানিয়েছেন, চিকিৎসার জন্য টাকা নিয়ে ওই ডাক্তার রোগিণীর প্রতি অশালীন মন্তব্য করেন। আর এস পি তার প্রতিবাদ করলে ডাঃ বিশ্বাস এ রকম আচরণ আর করবেন না বলে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন এবং ১৫০ টাকা ফেরত দেন।

ক্রিকেটের আসর শেষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ প্যাকার একাদশ অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাবকে দু'দুবার শোচনীয়ভাবে হারালেও ফাইনালে শেষ রক্ষা হোল না। তীব্র উত্তেজনার লড়াই-এ ক্রিকেট ফাইনালে অগ্নিফৌজ প্যাকারকে ৪১ রানে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে।

'লীগ কাম নক আউট' পর্যায়ে শহরের বুকে এই প্রথম প্রতিযোগিতা-মূলক ক্রিকেটের আসর বসিয়েছিলেন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অনাস্থা নাকচ, বহাল

সাগরদীঘি, ১৪ ফেব্রুয়ারী—৩১ জানুয়ারীর জঙ্গিপুর সংবাদে অনাস্থায় পাটকেলডাঙ্গা অঞ্চল প্রধানের অপসারণের যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল পঞ্চায়েত অফিসার সে সম্পর্কে জানিয়েছেন, জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের সঙ্গে আলোচনার পর পঞ্চায়েত আইনের ১২ ধারায় সংশ্লিষ্ট প্রধানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অনাস্থা (যা ৮—৭ ভোটের ব্যবধানে পাস হয়েছিল) নাকচ হয়ে গিয়েছে। ফলে সি পি এম দলের

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রাইফেল ছিনতাই

ধুলিয়ান, ১২ ফেব্রুয়ারী—পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ, গতকাল ৩৩৩ আপ হাওড়া—সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জারে ধুলিয়ান গঙ্গা ও তিলডাঙ্গা ষ্টেশনের মাঝে একটি কামরায় একজন যুবক একজন মহিলা যাত্রীর প্রতি কটূক্তি করলে রেলপুলিশ ত'র প্রতিবাদ করে। ফলে ওই যুবক ও তার একজন সঙ্গীর সঙ্গে রেলপুলিশের বচসা হয় এবং দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়। যুবক দু'জনকে নিয়ে তিলডাঙ্গা ষ্টেশনে নামলে একদল লোক রেলপুলিশের ওপর হামলা চালায়, মারধোর করে এবং

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কায়,সুতীতে গুলি

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১২ ফেব্রুয়ারী—গতকাল সকালে ফরাক্কা বাঁধের নিষদ্ধ এলাকায় মাছ ধরার সময় কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী একটি জাল আটক করে। জালটি নিয়ে লঞ্চঘাটে ফেরার সময় ৫০/৬০ জন লোক নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের উপর হামলা চালায় এবং জালটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। আক্রমণকারীদের হাতে তিনজন জওয়ান এবং তিনজন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮৫।

সনাবাবু-স্মরণে

জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের প্রখ্যাত আইনজীবী সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় (সনাবাবু) গত বুধবার এক আকাস্মিক দুর্ঘটনায় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি একদা পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী সংগ্রামী পুরুষ ছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় সনাবাবু যথেষ্ট মেধাবী ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত বিপ্লবী স্বর্গত রামকুমার সেনের সংস্পর্শে আসিয়া বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন এবং তদানীন্তন বৃটিশরাজ উচ্ছেদে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। বিপ্লবী রামকুমার সেনের সহিত তাঁহার সৌহার্দ গড়িয়া ওঠে। লোকচক্ষুর অন্তরালে রাত্রির অন্ধকারে তখনকার স্থানীয় বিপ্লবীদের সহিত ভারতের মুক্তি সংগ্রামের জন্য নানা যুক্তি পরামর্শ চলিতে থাকে। বৃটিশ পুলিশের নজর এড়াইয়া এই সব ক্রিয়াকলাপ চলিত। এই সুবাদে দূর দূর স্থানেও পায়ে হাঁটিয়া ও রাত্রির অন্ধকারে যাইতে হইত। সনাবাবু, রামকুমার সেন, ব্যোমভোলা সেন, প্রদ্যোত সাধু প্রভৃতি বিপ্লবীদের সহিত যোগ দেন।

১৯৩৭/৩৮ সালে সনাবাবুর রাজনীতির প্রথম সঙ্গী রামকুমার সেন ও তদানীন্তন গুপ্ত বিপ্লবীদল 'অনুশীলন সমিতির' সঙ্গে যুক্ত হন। গুপ্ত সংগঠনের কাজে সনাবাবু অনেকবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অন্যান্যদের সহিত সনাবাবু গ্রেপ্তার হন। বিভিন্ন জেলে থাকার পর তিনি ১৯৪৪ সালে মুক্ত হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৬৫ সালের খাদ্য আন্দোলনে তিনি আবার কারাবরণ করেন। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নির্ভীক যোদ্ধা।

সমাজ জীবনে সনাবাবু ছিলেন পরদুঃখকাতর। যদিও তিনি মাঝে মাঝে কটুভাষী হইতেন, তবু তাঁহার অন্তরে ছিল কোমলতার ফল্গুধারা।

আমরা প্রয়াত এই বিপ্লবী ও দরিদ্রদরদীর আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

[তথ্যাদি প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীশচীন সেন মহাশয়ের সৌজন্যে।]

বিলম্বিত

হরিলাল দাস

শোকের সমারোহ হবে এমন কোন ঝকমকে পরিচয় নেই। পাণ্ডুর বালিঘাটার এক ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধনী পরিবারে জন্ম। বিদ্যালয়ের বিদ্যাও বেশী দূর নয়। মার্গ সঙ্গীতের এক স্বল্প পরিসর পরিমণ্ডলে কেটেছে তাঁর কৈশোর আর যৌবন। তিনি আমাদের পরিচিত কালুদা।

সঙ্গীত জিনিষটার আস্বাদন তাৎক্ষণিক, যদিও তাকে ধরে রাখার নানা কল বেরিয়েছে। তাই শিল্পী ও শ্রোতা, স্রষ্টা ও ভোক্তার সাযুজ্য বিনা সঙ্গীত জমে না। সঙ্গীতের যাঁরা প্রত্যক্ষ শ্রোতা তাঁরাই শিল্পীকে কতক অনুভব করতে পারেন। সেই অনুভবের কথা মরমী দরদী ছাড়া আর কার কাছেই বা বলা যায়!

প্রফুল্লকান্তি দাস মহাশয় 'কালু' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাবা বিদগ্ধগোপালবাবু সঙ্গীতপ্রিয় লোক ছিলেন। বহু ওস্তাদের সমাগম হয়েছে তাঁর বাড়ীতে, অনেকে আশ্রয়ও পেয়েছেন। আর যাঁরা শুনতে চান তাঁদের সমাদরে ডেকে নিয়ে গান-বাজনা শোনার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে রঘুনাথগঞ্জে যেন ক্ল্যাসিকাল গানের আসর স্তব্ধ হয়ে গেছে—তবে সে অন্য প্রসঙ্গ।

পিতার কাছে প্রশ্রয় ও প্রেরণা পেয়ে কালুবাবু মার্গসঙ্গীত চর্চা আরম্ভ করেন। নানা ওস্তাদের কাছে গান ও বাজনা শিখেছিলেন। তাঁর কণ্ঠে দরবারী ও মালকোষ ছিল শোনার মত। লয় জ্ঞানে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। সেতার এবং এসরাজও ভাল বাজাতেন। শখ ছিল দামী আতর ব্যবহারের এবং ফুটবল খেলা দেখার। যথাসাধ্য অন্যের উপকার করতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না।

মৃত্যুতে তাঁর সঙ্গীত স্তব্ধ হবার আগেই অপরিচয়ের গভীরে তিনি নীরব হয়ে যান। শিল্পী কালুদা'কে হারানোর ব্যথা তাই তাঁর ঘনিষ্ঠ মাত্র কয়েকজনের।

খেলার খবর

১১ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী ময়দানে জঙ্গিপুর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক দৌড় ঝাঁপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মিরজাপুর ডি পি স্কুল চাম্পিয়ান হয়।

আমাদের কৈশোরের নায়ক সনাদা

শ্রীবরুণ রায়

সারা দেশে একদল ঘরছাড়া তরুণ তখন 'জীবন-মৃত্যু-পায়ের-ভৃত্য' করে মুক্তিযজ্ঞে ঝাঁপ দিয়েছে। উষ্ণ বুকের শোণিতে ইতিহাসের বিক্ষুব্ধ ধূলায় পথ রচনা করে তারা বিদেশী ইংরাজ শাসন অবসানের জন্য মাতৃপণ করেছে। ১৯৩৮ সাল। বিপ্লবী 'অনুশীলন দলের' সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ। তখনই তরুণ রাজনৈতিক কর্মী 'সনাদার' নাম প্রথম শুনি, কিন্তু তখনও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।

প্রথম তাঁর সঙ্গে পরিচয় বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনে। সারা দেশের সঙ্গে জঙ্গিপুর শহরও তখন উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। জনসভা মিছিল-পিকেটিং-গোপন বৈঠক, গোপন ইস্তাহার বিলি। একদিন সন্ধ্যাবেলা বাবার এক প্রাক্তন ছাত্র আমাদের ছোটকালিয়ার বাড়ীতে এসে রাত্রের মত আশ্রয় নিলেন। ময়লা মোটা খদ্দর পরা রুক্ষ চেহারা। শুনলাম উনিই গাঙ্গাড্ডার সুধীর মুখার্জী, ওরফে সনা। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে সেদিন রাত্রেই তাঁকে নায়কের আসনে বসিয়ে আমি স্থানীয় আন্দোলনে ঝাঁপ দিলাম। গচ্ছিত রইল আমার কাছে একগোছা ছাপানো ও সাইক্লোষ্টাইল করা গোপন ইস্তাহার। তার ৭/৮দিন পরই সনাদা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। জঙ্গিপুরে আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব আমরা নিলাম।

তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হ'ল বহরমপুর জেলে। সারা জেলা থেকে আন্দোলনে গ্রেপ্তার করা তরুণদের সেখানে আটক করা হয়েছে। রাজবন্দী হিসাবে তখন দীর্ঘদিন সনাদার অন্তরঙ্গ সাহচর্যে পাশাপাশি থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

সেদিন দেখেছিলাম সনাদার আর এক চেহারা। পরিহাস রসিক, সাহিত্য প্রেমী এক হৃদয়বান তরুণ! কানে বাজছে জেল-সুপারকে দেখে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া তাঁর তরল কণ্ঠের পরিহাসবাণী—'ইয়া গারদ!' কোনদিন ভুলতে পারব না জেলখানার সান্ধ্য আসরে তাঁর গাঙ্গাড্ডার ফুটবল খেলার বর্ণনা—'বলটো যায় যোক্ মানুষটো ঘেরিও।' আবার কোনদিন উদাত্ত গলায় আবৃত্তি করতেন—

'ওগো মরণ হে মোর মরণ
তুমি অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো একি প্রণয়েরই ধরন···।'

জেলখানায় বার্ণাড্‌শ'র একটি Complete Works আমার কাছে ছিল। কিন্তু বার্ণাড্‌শ ভাল করে বোঝার বিদ্যা তখনও আমার ছিল না। আমার রাজনৈতিক গুরু বিপ্লবী জগদানন্দ বাজপেয়ী, আর সেই সঙ্গে সনাদা আমাকে বার্ণাড্‌শ পড়ে বোঝানোর ভার নিয়েছিলেন। খেলার মাঠে, পলিটিক্যাল ক্লাশে, আবৃত্তি ও গলাবাজির আসরে, হাসি ঠাট্টা কৌতুকাভিনয়ে তখন প্রতিদিন সনাদার যে অন্তরঙ্গ চেহারা দেখেছি তা কোনদিন ভুলবার নয়।

১৯৪৭ সালের পর সনাদা রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। জঙ্গিপুরে বামপন্থী আন্দোলন সংগঠন ও পরিচালনার ভার আমাদেরকে নিতে হ'ল। কিন্তু আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্নেহের সম্পর্ক তিনি কোনদিন ছিন্ন করেননি। জঙ্গিপুর কোর্টে বহুবার আমার পক্ষে তিনি লড়েছেন।

রাজনীতির লড়াইয়ে আর একবার তাঁকে আমি টেনে নামাতে সক্ষম হয়েছিলাম। খাদ্য আন্দোলনে। জঙ্গিপুরের রাজনৈতিক ইতিহাসে খাদ্য আন্দোলনই সবচেয়ে সংগঠিত রাজনৈতিক লড়াই। আমার নামে তখন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে। আত্মগোপন করে আমি কৃষ্ণনগর-কলকাতা করছি। আন্দোলন পরিচালনা সম্পর্কে আমার পরিকল্পনা একটা চিঠিতে আমি সনাদাকে জানালাম এবং আমার অনুপস্থিতিতে খাদ্য আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালাম। সে ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন। আমরণ, অনশন করে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে অনশন শিবিরে আমার পাশে এসে বসেছিলেন। কর্ডন ভাঙ্গার আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, জেলে গিয়েছিলেন। সক্রিয় রাজনীতিতে সেই তাঁর শেষ পদচিহ্ন!

রাজনীতির আসরে দেখা না হলেও তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তি-সম্পর্ক আমরণ অক্ষুণ্ণ ছিল। আকস্মিক মৃত্যু যেদিন তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় সেদিন সন্ধ্যাতেও আমার দোকানে এসে অনেকক্ষণ তিনি হাসি-তামাসা করে যান। আমার দোকান থেকেই রিক্সা চেপে তিনি ষ্টেশনের দিকে রওনা হন।

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট যাইবার পার্শ্বস্থ জায়গায় নবনির্মিত মিউনিসিপ্যাল কমারসিয়াল মার্কেট এবং মার্কেটের মধ্যস্থিত তহবাজার নিম্নলিখিত সর্ত্তে বিলি বন্দোবস্ত হইবে:— বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছু এবং সক্ষম ব্যক্তিগণের নিকট হইতে **২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯** মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

১। কমারসিয়াল মার্কেটে বড়, মাঝারি এবং ছোট তিন প্রকারের ঘর আছে। মাসিক ভাড়া (Rent) প্রথম অবস্থায় বড় ঘরের জন্য ৫০৲ টাকা, মাঝারি ঘরের জন্য ৪০৲ টাকা এবং ছোট ঘরের জন্য ৩০৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

২। প্রতি ঘরের সম্মুখের দরজা (Shutter gate) বন্দোবস্তি ব্যক্তিকে নিজ খরচায় করিয়া লইতে হইবে। উক্ত Shutter gate মিউনিসিপ্যালিটির নির্দ্দেশমত Design এর করিতে হইবে।

৩। উক্ত সাটার গেট করার জন্য যাহা মোট খরচ হইবে তাহা মাসিক ভাড়ার টাকা হইতে অর্দ্ধেক (৫০ ভাগ) কম আদায় করিয়া দরজার জন্য মোট খরচ মধ্যে মিনাহ দেওয়া যাইবে।

৪। ঘর যাহা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে তাহা দখল লওয়ার পূর্ব্বে প্রতি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে একটা এগ্রিমেণ্ট করিয়া দিতে হইবে।

৫। বন্দোবস্তি ঘর অন্য কাহাকেও ভাড়া (Sublet) করা চলিবে না এবং ঘরের কোনরূপ ক্ষতি বা পরিবর্ত্তন করা চলিবে না। এরূপ ঘটনা ঘটিলে বন্দোবস্ত নাকচযোগ্য হইবে। সাটার গেট তৈয়ারী বাবদ বক্রি টাকা যাহা থাকিবে তাহা এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বিচার্য্য বিষয় হইবে।

৬। প্রতি মাসের ভাড়া মিউনিসিপ্যালিটির রসিদ গ্রহণপূর্ব্বক মাসের প্রথম সপ্তাহে জমা দিতে হইবে। অন্যথায় বন্দোবস্ত নাকচযোগ্য হইবে।

৭। ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা নিজ নিজ ঘরে নিজ ব্যয়ে করিয়া লইতে হইবে। ইলেকট্রিক আলোর মেন কানেকসন বাজারে থাকিবে সেখান হইতে নিজ ঘরে আলাদা মিটারযোগে কানেকসন লইতে হইবে। আলো বাবদ মাসিক খরচ নিজেদের বহন করিতে হইবে।

৮। মার্কেটের মধ্যস্থ তহবাজার ২ (দুটী) ১৯৭৯—৮০ সালের জন্য প্রকাশ্য নিলাম ডাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণকে নিলাম ডাকার পূর্ব্বে আমানত হিসাবে ২০০৲ টাকা জমা দিতে হইবে।

ডাক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাকের এক চতুর্থাংশ টাকা জমা দিতে হইবে এবং বাকী টাকা ৬ (ছয়টি) সমান কিস্তিতে জমা দিতে হইবে। কিস্তি আরম্ভ হওয়ার প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দেয় টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যথায় বন্দোবস্ত নাকচযোগ্য জ্ঞানে কর্ত্তৃপক্ষ পুনঃ বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

তহবাজারের দৈনিক খাজনা আদায়ের তালিকা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষের কাছে বাজার ডাকের দিন জানা যাইবে।

তহবাজার **২রা ফাল্গুন, '৮৫ সাল (ইং ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ সাল) তারিখে বেলা ২ টার** সময় মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে প্রকাশ্য নিলাম ডাক হইবে।

সামমোহাম্মদ বিশ্বাস
ভাইস চেয়ারম্যান
জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি
৩১/১/১৯৭৯

ম্যারাথন দৌড়

নিজস্ব সংবাদদাতা: মুর্শিদাবাদ জেলা রাস্তা দৌড় সংস্থা আয়োজিত ২৬ মাইল রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১১ ফেব্রুয়ারী। ২৪ পরগণার কৃষ্ণ বিশ্বাস প্রথম, বি এস এফ-এর ফকরুল আলম দ্বিতীয় এবং মেদিনীপুরের কার্তিকচন্দ্র পাপুই তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। জঙ্গিপুর হাই মাদ্রাসা ময়দানে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রাজ্যের অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাম চ্যাটারজি। প্রতিযোগিতা শেষ হয় জিয়াগঞ্জ খৃষ্টীয় সেবাসদনে।

কৈশোরের নায়ক সনাদা

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

'গীতা' সনাদার অত্যন্ত প্রিয় নিত্যসঙ্গী ছিল। আমাদের কানে এখনও অনুরণিত হচ্ছে সনাদার উদাত্ত গলার আবৃত্তি—

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যনানি
সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দান্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি
পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি
মারুতঃ॥

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

মিত্র বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া
(মুর্শিদাবাদ)
ধুতি, শাড়ি, শার্টিং, কোটিং রেডিমেড ও শীতবস্ত্র সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পো: ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস: গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন: ধুলিয়ান—২১

অনাস্থা নাকচ, বহাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গঙ্গাধর সরকারই পাটকেলডাঙ্গা অঞ্চলের প্রধান বহাল আছেন। পার্টির সাগরদীঘি শাখার পক্ষ থেকে গিয়াসুদ্দিন মির্জা জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী গঙ্গাধরবাবুর বিরুদ্ধে যে অনাস্থা নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তা ভুল। প্রস্তাবটি ১০—৬ ভোটের ব্যবধানে নাকচ হয়ে গিয়েছে।

॥ একটি আবেদন ॥

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, আমি গত ১৯-১-৭৯ তারিখ যুবক সংঘ ক্লাবের সম্পাদক পদ থেকে ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছি। প্রায়ই ক্লাবের চিঠিপত্র, ইলেকট্রিক বিল ও অন্যান্য নিমন্ত্রণ পত্র আমার বাড়ীতে এখনও দেওয়া হচ্ছে। যুবক সংঘ ক্লাবের সঙ্গে কারুর কোন ব্যাপারে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হলে এবার থেকে তিনি যেন সুকুমার চ্যাটার্জী সভাপতি, যুবক সংঘ ক্লাব, রঘুনাথগঞ্জ—এইঠিকানায় যোগাযোগ করেন।

চিত্ত মুখোপাধ্যায়
রঘুনাথগঞ্জ

বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর সাহেববাজারস্থিত গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দরুণ পোক্তা গৃহ ২০ শতক ও বাগান ২৬ শতক মোট ৪৬ শতকের ½ অংশ জায়গা বিক্রয় হইবে। ক্রয় ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ যতীনবাবু উকিলের নিকট সন্ধান করুন।

শিক্ষক আবশ্যক

স্থায়ী পদে একজন বি, এস-সি (বায়ো) শিক্ষকের জন্য ২১-২-৭৯ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে; বি-এড অগ্রগণ্য। দরখাস্তকারীকে ইণ্টারভিউয়ের জন্য ২৬-২-৭৯ তারিখে উপস্থিত হইবার নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। —সম্পাদক, গোঠা এ, রহমান জুনিয়ার হাই স্কুল, পোঃ চাঁদনিচক হাট (মুর্শিদাবাদ)।

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্ত্তন: রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

উন্নয়নের পথে সাগরদীঘি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গোপালপুর রাস্তাটি সংস্কার করা হয়েছে। জি আর ও সরকারী অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে গরীব মানুষদের। ঐ অঞ্চলেরই উলাডাঙ্গার সুন্দর আলি বললেন, প্রধানের অগোচরে তার গ্রামের সি পি এম সদস্য জি আর বিলি নিয়ে স্বজনপোষণ করছেন। ন'পাড়ার কার্ত্তিক ঘোষ বললেন, কংগ্রেস (আই)-কে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁর গ্রামে তাঁরা কোন সরকারী সাহায্য পাচ্ছেন না। জি আর বিলি নিয়ে পার্টি বাজি হচ্ছে। কাবিলপুরের অঞ্চল সেক্রেটারী জানালেন, তাঁর অঞ্চলে এফ এফ ডব্লু স্কীমে ৬টি রাস্তা তৈরীর কাজে হাত দেওয়া হবে। এছাড়া চার হাজার টাকা করে কাল-ভার্ট ও টিউবওয়েল সংস্কারে ব্যয় করা হবে।

পঞ্চায়েত অফিসার মঞ্জুর সেখ বললেন, মার্চের শেষে ব্লকে গ্রামোন্নয়নের প্রাথমিক কাজগুলো প্রায় সম্পন্ন হয়ে যাবে। ষ্টাফের অভাবে কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তিনি বললেন, একজন সাব-এ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জীনিয়র কাজ চালাতে পারছেন না। আরও একজন অফিসার প্রয়োজন। তবুও কাজ যেটুকু এগুচ্ছে সেরকমভাবে এগুলে সমস্ত গ্রামেই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

নিয়োগের অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানানো হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট করণিককে কাজে যোগদান না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে, প্রশাসকের অনুপস্থিতির সুযোগে পয়লা ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পুজোর ছুটির দিন ওই করণিক কাজে যোগদান করেছেন।

রাইফেল ছিনতাই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ধৃত ব্যক্তিদের ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। ওই সময় একজন রেলপুলিশের কাছ থেকে একটি রাইফেল ও এক রাউণ্ড কারতুজ ছিনতাই হয় বলে অভিযোগ। অপরদিকে যাত্রীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, রেল-পুলিশই নাকি ট্রেনের একজন মহিলা যাত্রীর প্রতি কটূক্তি করে এবং বিনা-দোষে কয়েকজন যাত্রীকে মারধোর করে। সেই নিয়েই গণ্ডগোলের সূত্র-পাত হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দিন রাত্রেই ফরাক্কা থানার তিলডাঙ্গা গ্রামের মনসুর সেখের বাড়ীতে তল্লাসি চালিয়ে অপহৃত রাইফেলটি উদ্ধার এবং মনসুর সেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তি নিউ ফরাক্কা জংসন ষ্টেশনের কেবিনে কাজ করে বলে জানা গেছে।

ফরাক্কায়, সুতিতে গুলি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মেরিন কর্মী গুরুতরভাবে জখম হন। একজন অফিসার ওই সময় তাঁর পিস্তল থেকে কয়েক রাউণ্ড গুলি চালান। হতাহতের কোন খবর নাই। এই ঘটনার প্রতিবাদে মেরিন বিভাগের কর্মীরা ওই দিন থেকে ধর্মঘট শুরু করেন। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

পুলিশ সূত্রের আর একটি খবরে প্রকাশ, গ্রাম্য দলাদলি নিয়ে গতকাল সুতি থানার বাউড়িপুনি গ্রামে দু'দল লোকের মধ্যে সংঘর্ষ বাধার খবর পেয়ে পুলিশ দল ঘটনাস্থলে গেলে উভয় পক্ষই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে। একজন পুলিশ জখম হন। পুলিশ ওই সময় তিন রাউণ্ড গুলি চালায়। গুলিতে কেউ হতাহত হয়নি বলে জানানো হয়েছে।

ক্রিকেটের আসর শেষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডায়মণ্ড ক্রিকেট ক্লাব। ১০ ফেব্রুয়ারী ছিল ফাইনাল খেলার দিন। এদিনের খেলায় প্যাকার একাদশের তিনজন ব্যাটসম্যানের বিদায় লগ্ন ছিল ঘোর সন্দেহজনক। জয়-পরাজয়ের মধ্যক্ষণে আম্পায়ারদ্বয়ের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত উপস্থিত কয়েকশো দর্শককে রীতিমত ক্ষুব্ধ করেছে। এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে প্যাকারকে ৪১ রানে পরাজয়ের গ্লানি কাঁধে নিয়ে।

এ দিনের খেলায় সবচেয়ে বেশী (৩৮) রান করেন অগ্নিফৌজের মানস দত্ত। তিনি ১৭ ওভারে ৪টি উইকেট দখল করেছেন। প্যাকারের দেবাশীষ ব্যানার্জী লীগের আসরে সবচেয়ে বেশী উইকেট লাভ করেছেন। তিনি পেয়েছেন ১৯টি উইকেট। মোট ৮টি দল এবারের লীগ ক্রিকেটে অংশ নন। সেমিফাইনালে ডায়মণ্ড ও জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব বিদায় নেন অগ্নিফৌজ ও প্যাকারের কাছে হেরে গিয়ে।

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

বি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা
নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Godrej

"The quality is never an accident,
But it is always the result of
an important efforts."

উক্তিটির সার্থক রূপকার গোদরেজ। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

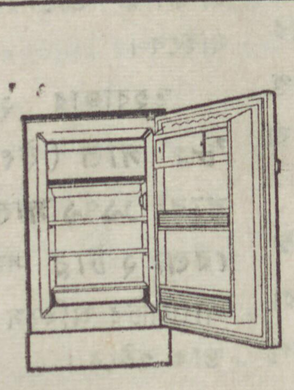

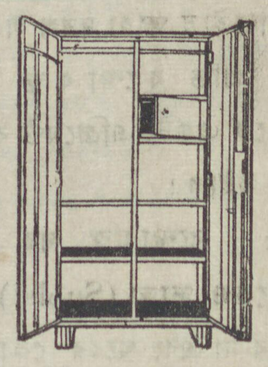

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভুম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১